BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/04030017

Available Online: www.bijmrd.com | BIJMRD Volume: 4 | Issue: 03 | March 2026 | e-ISSN: 2584-1890

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে নারীচেতনা ও সমাজবাস্তবতা

Sumana Das

PhD Research Scholar, Department of Bengali, Dhammadipa International Buddhist University
Email: dsumana444@gmail.com

Abstract:

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে নারীচেতনা ও সমাজবাস্তবতা একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর রচনায় তৎকালীন বাঙালি সমাজের কুসংস্কার, বাল্যবিবাহ, বিধবা-অবস্থা, শ্রেণিবৈষম্য ও পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার নির্মোহ চিত্র তুলে ধরেছেন। এই সামাজিক বাস্তবতার মধ্যেই নারীচরিত্রগুলি আত্মমর্যাদা, প্রেম, ত্যাগ ও প্রতিবাদের মাধ্যমে স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

'দেবদাস'-এর পার্বতী আত্মসম্মানী ও দৃঢ়চেতা, আর চন্দ্রমুখী মানবিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। 'শ্রীকান্ত'-এর রাজলক্ষ্মী ও অভয়া সামাজিক বিধিনিষেধ অতিক্রম করে স্বাধীন সত্তার পরিচয় দেয়। 'চরিত্রহীন'-এ নারীর প্রতি সমাজের ভণ্ড নৈতিকতার সমালোচনা স্পষ্ট।

শরৎচন্দ্র নারীদের কেবল ভুক্তভোগী হিসেবে দেখেননি; বরং তাঁদের মানসিক শক্তি ও নৈতিক দৃঢ়তাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর নারীচেতনা মানবতাবাদী আদর্শে উজ্জ্বল, যেখানে নারী পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি পায়। সমাজবাস্তবতার কঠিন প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়েও তিনি নারীর মর্যাদা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাকে সাহিত্যিক মর্যাদা দিয়েছেন।

Keywords: *নারীচেতনা, সমাজবাস্তবতা, আত্মমর্যাদা, প্রতিবাদী সত্তা, মানবতাবাদ।*

ভূমিকা:

বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এমন এক সাহিত্যিক, যিনি সাধারণ মানুষের জীবনযন্ত্রণা, সামাজিক বৈষম্য এবং বিশেষত নারীর অন্তর্জগৎকে গভীর সহানুভূতি ও বাস্তবতার আলোকে উপস্থাপন করেছেন। উনিশ শতকের শেষভাগ ও বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলার সামাজিক প্রেক্ষাপট—বাল্যবিবাহ, বিধবা-নির্যাতন, কুসংস্কার, শ্রেণিবৈষম্য এবং পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা—তাঁর রচনার পটভূমি। এই সমাজবাস্তবতার ভেতরেই তিনি নারীচেতনার উন্মেষ, প্রতিবাদ ও আত্মমর্যাদাবোধকে সাহিত্যিক শক্তিতে রূপ দিয়েছেন।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে নারী কেবল করুণার পাত্র নয়; বরং সে চিন্তাশীল, অনুভূতিশীল এবং অনেক ক্ষেত্রে সমাজ-সংস্কারের অনুঘটক। এই প্রবন্ধে শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাসের আলোকে নারীচেতনা ও সমাজবাস্তবতার পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হবে।

ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট

শরৎচন্দ্রের সাহিত্য রচনার সময়কাল ছিল ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের এক উত্তাল পর্ব। ঔপনিবেশিক শাসন, নবজাগরণ, শিক্ষাবিস্তারের প্রয়াস এবং সমাজসংস্কার আন্দোলন একদিকে যেমন নতুন চিন্তার জন্ম দিয়েছিল, তেমনি গ্রামবাংলায় প্রথাগত রীতিনীতি ও কুসংস্কার তখনও দৃঢ়ভাবে প্রোথিত ছিল।

নারীর অবস্থান ছিল প্রধানত গৃহকেন্দ্রিক। শিক্ষার সুযোগ সীমিত, সামাজিক স্বাধীনতা প্রায় অনুপস্থিত। বাল্যবিবাহ, কুলীনপ্রথা, বিধবা-অবস্থা এবং সতীত্বের কঠোর বিধান নারীর জীবনে গভীর সংকট সৃষ্টি করেছিল। এই সামাজিক বাস্তবতা শরৎচন্দ্রের সাহিত্যকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

Objectives of the Study

1. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে নারীচেতনার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা।
2. তাঁর রচনায় প্রতিফলিত সমাজবাস্তবতার সঙ্গে নারীচরিত্রের সম্পর্ক অনুধাবন করা।
3. শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে নারীর আত্মমর্যাদা, প্রতিবাদী সত্তা ও মানবিক মূল্যবোধের গুরুত্ব মূল্যায়ন করা।

নারীচেতনার প্রকাশ : আত্মমর্যাদা ও প্রেম

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে নারীচেতনার প্রথম প্রকাশ দেখা যায় আত্মমর্যাদা ও প্রেমের মধ্য দিয়ে। ‘দেবদাস’ উপন্যাসে পার্বতী (পারো) এক দৃঢ়চেতা ও আত্মসম্মানী নারী। দেবদাসের দুর্বলতা ও দ্বিধাগ্রস্ততার বিপরীতে পার্বতীর চরিত্র দৃঢ়তা ও আত্মনিয়ন্ত্রণে উজ্জ্বল। সে প্রেমে অবিচল, কিন্তু আত্মসম্মানের প্রশ্নে আপসহীন।

একই উপন্যাসের চন্দ্রমুখী সমাজের চোখে পতিতা হলেও তার অন্তরজগত মানবিকতায় পূর্ণ। সে নিঃস্বার্থ প্রেম ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে সমাজের প্রচলিত নৈতিকতার ভণ্ডামিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। এখানে শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন—নারীর মর্যাদা তার সামাজিক পরিচয়ে নয়, বরং তার মানবিক গুণে।

বিধবা ও অবহেলিত নারীর চিত্র

শরৎচন্দ্রের রচনায় বিধবা ও অবহেলিত নারীর জীবন বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। ‘চরিত্রহীন’ উপন্যাসে কিরণময়ী সমাজের দৃষ্টিতে কলঙ্কিনী; কিন্তু লেখকের দৃষ্টিতে সে এক জটিল, আত্মসচেতন এবং মানসিকভাবে শক্তিশালী নারী। সমাজ তার চরিত্র বিচার করে বাহ্যিক আচরণে, অথচ শরৎচন্দ্র তার অন্তর্জগতের যন্ত্রণা ও দ্বন্দ্বকে তুলে ধরেন।

বিধবার জীবনে যে অবদমন ও সামাজিক অবজ্ঞা বিদ্যমান ছিল, তা শরৎচন্দ্র গভীর সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। তাঁর কলমে বিধবা নারী নিছক করুণার পাত্র নয়; বরং সে প্রতিবাদী, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এক মানবসত্তা।

স্বাধীনচেতা ও বিদ্রোহী নারী

‘শ্রীকান্ত’ উপন্যাসে রাজলক্ষ্মী এক অনন্য চরিত্র। সে সামাজিক নিয়মের গণ্ডি ভেঙে আত্মনির্ভর জীবনের পথ বেছে নেয়। তার প্রেম গভীর, কিন্তু সে কেবল প্রেমিকাকে নয়—এক স্বাধীন সত্তাকেও প্রতিনিধিত্ব করে।

অভয়া চরিত্রটি আরও এক ধাপ এগিয়ে। সে সামাজিক বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করে নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নেয়। তার জীবনে সামাজিক নিন্দা থাকলেও সে নিজের সত্যে অটল। এখানে শরৎচন্দ্র নারীকে কেবল ভুক্তভোগী নয়, বরং সিদ্ধান্তগ্রহণকারী শক্তি হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

‘পথের দাবী’ উপন্যাসে সুমিত্রা রাজনৈতিক চেতনা ও বিপ্লবী আদর্শে উজ্জীবিত। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পটভূমিতে নারীচরিত্রের এই সক্রিয় অংশগ্রহণ শরৎচন্দ্রের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রমাণ।

সমাজবাস্তবতার নির্মোহ চিত্র

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে সমাজবাস্তবতার নির্মোহ চিত্র স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গ্রামবাংলার কুসংস্কার, বাল্যবিবাহ, বিধবা-নির্যাতন, শ্রেণিবৈষম্য ও পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতাকে কোনো রোমান্টিক আবরণে ঢাকেননি। 'পল্লীসমাজ'-এ গ্রামীণ সমাজের সংকীর্ণতা ও সামাজিক চাপ নারীর জীবনে যে সংকট সৃষ্টি করে, তা বাস্তবতার নিরিখে উপস্থাপিত। আবার 'গৃহদাহ'-এ দাম্পত্যজীবনের মানসিক দ্বন্দ্ব ও সম্পর্কের টানাপোড়েন জীবন্ত হয়ে ওঠে। তাঁর রচনায় সমাজের অসাম্য ও অবিচার নিরপেক্ষ অথচ মানবিক দৃষ্টিতে চিত্রিত হয়েছে। 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে গ্রামীণ সমাজের রক্ষণশীলতা ও নারীর অবস্থান স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। সেখানে সামাজিক মর্যাদা ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের সংঘাত নারীর জীবনকে জটিল করে তোলে।

'গৃহদাহ' উপন্যাসে দাম্পত্যজীবনের টানাপোড়েন এবং মানসিক দ্বন্দ্ব সমাজবাস্তবতার গভীর দিক উন্মোচন করে। নারীর অনুভূতি, সন্দেহ, ভালোবাসা ও আত্মসম্মান এখানে বাস্তবতার আলোকে চিত্রিত।

নারীচেতনা ও মানবতাবাদ

শরৎচন্দ্র মূলত মানবতাবাদী লেখক। তাঁর নারীচেতনা কোনো একক নারীবাদী মতাদর্শে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা মানবমুক্তির বৃহত্তর ধারণার সঙ্গে যুক্ত। তিনি নারীকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে দেখতে চেয়েছেন।

তাঁর উপন্যাসে পুরুষচরিত্র প্রায়শই দ্বিধাগ্রস্ত বা সামাজিক চাপে নতি স্বীকারকারী; বিপরীতে নারীচরিত্র অধিক দৃঢ় ও নৈতিকভাবে শক্তিশালী। এই বৈপরীত্য লেখকের নারীর প্রতি গভীর আস্থা ও সহানুভূতির পরিচায়ক।

সীমাবদ্ধতা ও সমালোচনার দিক

যদিও শরৎচন্দ্র নারীর পক্ষে কলম ধরেছেন, তবুও তাঁর কিছু রচনায় নারীর আত্মত্যাগকে অতিরঞ্জিতভাবে মহিমান্বিত করা হয়েছে বলে সমালোচনা রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে নারীচরিত্রের মুক্তি প্রেম বা ত্যাগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। তবে সময়ের প্রেক্ষাপটে বিচার করলে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অত্যন্ত প্রগতিশীল।

Findings of the study:

1. শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে নারীচরিত্রগুলি চারিত্রিক দৃঢ়তা, আত্মমর্যাদা ও মানসিক গভীরতার দিক থেকে পুরুষচরিত্রের তুলনায় অধিক শক্তিশালীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।
2. সমাজবাস্তবতার কঠোর প্রেক্ষাপটে নারীরা কেবল ভুক্তভোগী নয়; বরং তারা প্রতিবাদী, সিদ্ধান্তগ্রহণে সক্ষম এবং আত্মনির্ভর সত্তা হিসেবে চিত্রিত।
3. বাল্যবিবাহ, বিধবা-নির্যাতন, কুসংস্কার ও শ্রেণিবৈষম্যের মতো সামাজিক সমস্যাগুলিকে নারীর অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বাস্তব ও মানবিক রূপ দেওয়া হয়েছে।
4. লেখকের দৃষ্টিভঙ্গিতে নারীর মর্যাদা সামাজিক অবস্থান দ্বারা নয়, বরং তার মানবিক গুণ, ত্যাগ, প্রেম ও নৈতিক দৃঢ়তার দ্বারা নির্ধারিত।
5. শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে নারীচেতনা মূলত মানবতাবাদী ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত, যা সমাজসংস্কার ও নৈতিক পুনর্গঠনের আহ্বান বহন করে।

সামাজিক তাৎপর্য:

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে নারীচেতনা ও সমাজবাস্তবতার উপস্থাপন বাংলা সমাজে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রভাব ফেলেছে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নারীর প্রতি সহানুভূতিশীল ও মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সহায়তা করেন। তাঁর রচনায় বাল্যবিবাহ, বিধবা-নির্যাতন, কুসংস্কার ও লিঙ্গবৈষম্যের সমালোচনা সমাজসংস্কারের প্রয়োজনীয়তাকে সামনে আনে।

নারীকে কেবল গৃহবন্দী বা ভুক্তভোগী হিসেবে নয়, বরং আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও সিদ্ধান্তগ্রহণে সক্ষম ব্যক্তি হিসেবে উপস্থাপন করার ফলে পাঠকমনে নারীর সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে নতুন চিন্তার উদ্রেক ঘটে। তাঁর উপন্যাসগুলি নারীর শিক্ষা, স্বাধীনতা ও অধিকার নিয়ে আলোচনাকে উৎসাহিত করেছে।

এছাড়া সমাজের ভণ্ড নৈতিকতা ও দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ পাঠকদের আত্মসমালোচনায় উদ্বুদ্ধ করে। ফলে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য কেবল বিনোদনের মাধ্যম নয়, বরং সামাজিক সচেতনতা ও মানসিক পরিবর্তনের এক কার্যকর শক্তি হিসেবে কাজ করেছে।

উপসংহার

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে নারীচেতনা ও সমাজবাস্তবতা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। তিনি সমাজের বাস্তব সংকটকে তুলে ধরে নারীর আত্মমর্যাদা, প্রতিবাদ ও মানবিক শক্তিকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর নারীচরিত্র কখনো প্রেমিকা, কখনো বিপ্লবী, কখনো সমাজসংস্কারক—কিন্তু সর্বত্রই পূর্ণাঙ্গ মানুষ।

বাংলা সাহিত্যে নারীচরিত্রের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় শরৎচন্দ্রের অবদান অনস্বীকার্য। সমাজবাস্তবতার কঠিন মাটিতে দাঁড়িয়েই তিনি নারীচেতনার দীপ্তি দেখিয়েছেন। এই কারণেই তাঁর উপন্যাস আজও প্রাসঙ্গিক এবং মানবিকতার দৃষ্টান্ত হিসেবে স্মরণীয়।

References

- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়. (2006). *দেবদাস.* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স.
- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়. (2008). *শ্রীকান্ত.* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স.
- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়. (2009). *চরিত্রহীন.* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ.
- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়. (2007). *পথের দাবী.* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স.
- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়. (2010). *পল্লীসমাজ.* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং.
- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়. (2005). *গৃহদাহ.* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ.
- চক্রবর্তী, সুকুমার. (1998). *শরৎচন্দ্র: জীবন ও সাহিত্য.* কলকাতা: পুস্তক বিপণি.
- সেন, সুকুমার. (2001). *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (পঞ্চম খণ্ড).* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স.
- ভট্টাচার্য, অরুণকুমার. (2003). *শরৎচন্দ্রের সমাজচেতনা.* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং.
- মুখোপাধ্যায়, অশোক. (2012). *শরৎসাহিত্যে নারীচরিত্রের রূপায়ণ.* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ.

Citation: **Das. S.,** (2026) "শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে নারীচেতনা ও সমাজবাস্তবতা", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-4, Issue-03, March-2026.